বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু মহিলাদের জন্য কেন?

৬ জুন যুগান্তরের একটি বিশেষ সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র বগুড়াতে আন্তর্জাতিক মানের একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা যুগান্তরে পড়েছি। সরকারের এ শুভ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। কারণ, উত্তর জনপদের প্রবেশদ্বার বগুড়ায় অবশ্যই এ ধরনের একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করবে সন্দেহ নেই।

এটাও আমরা জেনেছি যে, এশিয়ান উইমেন ইউনিভার্সিটি বগুড়ার সমাজ সংস্কৃতি, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে নবতর এক উন্নত মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হবে। শুধু মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় এটাকে আমরা জোর সমর্থন করতে পারছি না। উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট কনসেপ্টটি এখানে আলোচিত হয়েছে। আমরা মনে করি এমন একটি আন্তর্জাতিক, মানসম্পন্ন শিক্ষাঙ্গনে ছেলেদেরও পড়ার অধিকার আছে বৈকি! তাই শুধুমাত্র উইমেন ইউনিভার্সিটি না করে একটি উন্নতমানের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানাই। তাছাড়া আমরা বর্তমানে যে যুগ এবং প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ সভ্যতায় দাঁড়িয়ে আছি সেখানে কোএডুকেশন সুশিক্ষা এবং বাস্তবসম্মত শিক্ষা বিস্তারের জন্য অন্যতম সহায়কও বটে। আমরা নারীদের অগ্রসরতাকে বাধা প্রদান করছি না। আমাদের অনুরোধ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ইউনিভার্সিটি যেখানে উইমেন স্টাডিজ একটি আবশ্যিক বিষয়। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোএডুকেশন রাখলে কিন্তু এর অন্তর্গত উইমেন স্টাডিজ ফ্যাকাল্টি অথবা উচ্চতর গবেষণার জন্য পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে ইন্সটিটিউট অব উইমেন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যাতে করে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হতে পারবে।

দৈনিক যুগান্তর থেকে আমরা আরও জেনেছি যে, এ উইমেন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার যে প্রাথমিক সমীক্ষা তা সম্পন্ন হয়েছে এবং স্বল্প সময়ে এর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হবে এবং ২০০৫ সাল নাগাদ পুরোদমে একাডেমি কার্যাদি শুরু হবে। অত্যন্ত আশার কথা। তবে আমরা এও মনে করি যে, এমন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ালিটি বাড়াবার জন্য প্রথম থেকেই কোএডুকেশনের ধারণাটি মাথায় আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। সর্বোপরি সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র, মুক্ত মতামত পেশ উন্নত জীবনাচারের পাশাপাশি দেশকে ভালবাসার প্রত্যয়ে গড়ে তোলার বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আশা করি কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে মেধা বিকাশের অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে এমন একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করবেন।

অলীউল আলম
শিক্ষক ও পিএইচডি গবেষক
আইবিএম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়